বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ভ্যান চালক, শ্রমিক, দিন মজুর, ভিক্ষুক

ভ্যান চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, দিন মজুর, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে এসেছেন বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলেই যেনো শামিল হয়েছেন এক কাতারে। সতস্ফূর্ত সহযোগীতার এ দৃশ্য গাংনী উপজেলা শহরের। বানভাসি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য গতকাল শনিবার দিনভার গাংনী উপজেলা শহরে তিনটি গ্রুপ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এঁর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ও গাংনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এই অর্থ সংগ্রহ করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী শহরের বড় বাজার বাসস্ট্যান্ড, কাথুলি মোড়, থানার মোড় এলাকায় ছোট ছোট বাকস, ও ড্রামে করে টাকা সংগ্রহ করছেন। পথচারী, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, ভ্যান চালক, দিন মজুরসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ দানবাক্সে অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুজাহিদ, ফরিদুল ইসলাম পান্না, আজম, জীবনসহ তাদের ত্রিশ জন সদস্য অর্থ সংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওনের নেতৃত্বে মার্কেট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এদিকে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, রাকিবুল ইসলাম রকি, নাসিম আহমেদ, সুমন রেজা, হুসাইন বাদশা, সম্রাট, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী সাইন্স এন্ড টেকনলোজিত কলেজের পরিচালক নাজমুল হুসাইন, কলেজ শিক্ষক

রফিকুল ইসলাম বকুল স্বেচ্ছায় হিসেবে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবীরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে গাংনী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও একদিনে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এসব টাকা পয়সা দূর্গত এলাকার বানভাসি অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে।

বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ভ্যান চালক, শ্রমিক, দিন মজুর, ভিক্ষুক

ভ্যান চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, দিন মজুর, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে এসেছেন বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলেই যেনো শামিল হয়েছেন এক কাতারে। সতস্ফূর্ত সহযোগীতার এ দৃশ্য গাংনী উপজেলা শহরের। বানভাসি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য গতকাল শনিবার দিনভার গাংনী উপজেলা শহরে তিনটি গ্রুপ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এঁর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ও গাংনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এই অর্থ সংগ্রহ করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী শহরের বড় বাজার বাসস্ট্যান্ড, কাথুলি মোড়, থানার মোড় এলাকায় ছোট ছোট বাকস, ও ড্রামে করে টাকা সংগ্রহ করছেন। পথচারী, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, ভ্যান চালক, দিন মজুরসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ দানবাক্সে অর্থ সহায়তা

দিচ্ছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুজাহিদ, ফরিদুল ইসলাম পান্না, আজম, জীবনসহ তাদের ত্রিশ জন সদস্য অর্থ সংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওনের নেতৃত্বে মার্কেট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এদিকে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, রাকিবুল ইসলাম রকি, নাসিম আহমেদ, সুমন রেজা, হুসাইন বাদশা, সম্রাট, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী সাইন্স এন্ড টেকনলোজিত কলেজের পরিচালক নাজমুল হুসাইন, কলেজ শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বকুল স্বেচ্ছায় হিসেবে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবীরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে গাংনী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও একদিনে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এসব টাকা পয়সা দূর্গত এলাকার বানভাসি অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে ইমারত নির্মাণ

ইউনিয়ন শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং- ১২১৪) এর অবৈধ কমিটি বাতিল ও দ্রুত নির্বাচনের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম, সদস্য মোঃ নুরু বলেন, চলমান কমিটি দলিয় প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় আছে, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে পারেনা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা দেয় নাই, অফিস কার্যালয়ে ছাত্রদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পরে তিনজন অফিস কর্মকর্তা ৩-৬ জন অফিস কর্মকর্তা অফিস পরিচালনা করছে। এমনকি ইউনিয়নের তহবিলের হিসাব পর্যন্ত উক্ত কমিটি দেয়নি। ফলে সাধারন সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা অবিলম্বে অবৈধ কমিটি বাতিল করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এছাড়াও সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক ক্রিয়া সম্পাদন মোঃ খলিল, সদস্য সাইফুল ইসলাম, রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ট্রাক ট্রাক্টর কভার্ড

ভ্যান ট্রাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নকে অবাঞ্চিত ঘোষণা

ট্রাক মালিকদের লাঞ্চিত করা, অর্থ আত্মসাত করা, হুমকি ধামকি প্রদর্শন করা, অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কভার্ড ভ্যান, ট্রাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নকে(রেজি: নং- খুলনা ১৩৪১/৯৮ অবাঞ্চিত ঘোষণা করলো ট্রাক মালিক গ্রুপ।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর শহরে জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষনা দেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা।

তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ করছি মেহেরপুর জেলার ট্রাক, ট্রাক্টর, কভার্ড ভ্যান, ট্যাংকলরি, শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজি: নং- খুলনা ১৩৪১/৯৮) সভাপতি এসএম আকিব ও সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন বাবুর নেতৃত্বাধীন শ্রমিকরা ট্রাক মালিকদের লাঞ্চিত করা, অর্থ আত্মসাত করা, হুমকি ধামকি প্রদর্শন করা, অবৈধভাবে রাস্তায় দাড়িয়ে ট্রাক হতে চাঁদা আদায় করাসহ নানা অনিয়ম করে চলেছে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ তাদেরকে সংশোধন হওয়ার তাগাদা দিলেও সংশোধন না হওয়ায় গত ২৮ সেপ্টম্বর সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদেও সভায় সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

তিনি আরো বলেন, ট্রাক মালিক গ্রুপের সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি ওই শ্রমিক সংগঠনের কার্ডধারী কোন শ্রমিক দ্বারা গাড়ি পরিচালনা না করার জন্য। এবং একই সঙ্গে শ্রমিকদের অপর দুটি সংগঠণ মেহেরপুর আন্ত: জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি, কভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং খুলনা ২০২১) এবং মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন ইউনিয়নের শ্রমিক দ্বারা, ট্রাক, ট্রাংকলরি, কভার্ড ভ্যান, পরিচালনা করার অনুরোধ জানানো হলো।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে, জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, আমাদের দুই জন ট্রাক মালিকের মালামাল সহ ট্রাক উধাও করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে

মামলা চলছে। এছাড়া আমাদের সমিতির নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন স্থানে ট্রাক থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে।
সংবাদ সম্মেলনে জেলা ট্রাক মালিকগ্রুপের অন্যান্য সদস্য ও মেহেরপুর কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পুনরায় আকিব সভাপতি, বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে পুনরায় এসএম আকিব সভাপতি, হাফিজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি ও কুতুব উদ্দীন বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন, এমদাদুল হক স্বপন ও আশাদুল ইসলাম এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে এসএম আকিব মোমবাতি প্রতিকে ৭৩১ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজাবুল ইসলাম রকেট টেলিভিশন প্রতীকে পেয়েছেন ৫৩০ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুলে ইসলাম ট্রাক প্রতীকে ৫৯৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাহাদুর খান ডাব প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬০ ভোট।

সহসভাপতি পদে মিয়ারুল ইসলাম খান মই প্রতীকে ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদুজ্জামান হরিণ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৩ ভোট।

কুতুব উদ্দীন বাবু বাঘ প্রতীকে ৭৬৪ ভোট পেয়ে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহাজান আলী আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬৫ ভোট।

জাহিদুল ইসলাম জুয়েল মাছ প্রতীকে ৮২৯ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদুল রহমান হাতুড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ২৩৮ ভোট।

মিয়াজান আলী তালা প্রতীকে ৮১৪ ভোট পেয়ে সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুল ইসলাম তরবারী প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৭ ভোট।

শহিদুল ইসলাম সেলাই রেঞ্জ প্রতীকে ৫৪৯ ভোট পেয়ে প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানিক হোসেন মাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫০ ভোট।

আলামিন হোসেন টায়ার প্রতীকে ৭৬৮ ভোট পেয়ে লাইন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন ৩২৪ ভোট।

কামাল শেখ রিংকু ফুটবল প্রতীকে ৬৮৪ ভোট পেয়ে কোষাধ্যক্ষ নিরবাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোহেল রানা চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ৪২৬ ভোট।

কাবেল আলী দোয়াত কলম প্রতীকে ৫৩২ ভোট পেয়ে কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মন্টু আলী আম প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫৩ ভোট।

শনিবার সকাল ৮ টায় ভোটদান শুরু হয়েছে বিকাল বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ভোট দান চলে।

মোট ১১ টি পদের বিপরীতে ২ টি প্যানেল থেকে ২২ জনসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।এখনও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিক ইউনিয়নের ভোট হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বয়লার মেশিনের ওপর থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় বয়লার মেশিনের ওপর থেকে পড়ে নাইম হোসেন (১৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে কবুরহাট ব্যাপারী এগ্রো ফুড অটো রাইস মিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নাইম রাজশাহীর পুটিয়া উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের শহিদ ফকিরের ছেলে। তিনি কবুরহাট বাজার এলাকায় ভাড়া থেকে ওই রাইস মিলের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

মিল সূত্রে জানা যায়, নাইট ডিউটিতে রাইস মিলের সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন নাইম। সকালে মিলের বয়লার মেশিনে পানি শেষ হয়ে যায়। পানি দিতে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে মারা যান নাইম।

খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন খান বলেন, রাইস মিলের বয়লার মেশিনের পানি শেষ হওয়ায় পাম্প চালু করতে গেলে নিচে পড়ে মারা যায় নাইম।

তবে এ বিষয়ে স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গাছ কাটতে যেয়ে পা পিছলে পড়ে সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সোমবার বেলা ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার অদূরে রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সেলিম হোসেন গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যান তিনি এ সময় গাছের ডাল কাটতে যেয়ে ৪০ ফিট উচ্চতা থেকে পা পিছলে অসাবধানতাবশত তিনি গাছ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

এ অবস্থায় অন্য গাছ কাটা শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। আজ মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেলে বেলা সকাল ১০ টার সময় মৃত্যু হয় তার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া নিবাসী শান্তি রহমানের ৬ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে সেলিম হোসেন (৪৫)। বর্তমানে সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদরের পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

হায়দাপুর গ্রামের আমান জানান, সেলিম হোসেনের তিন কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তানের জনক। তিন কন্যা সন্তানের বিবাহিত হলেও পুত্রসন্তান নবালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

পরিবারের একমাএ উপার্জনকারি ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তাকে জানাজা করিয়ে হায়দার পুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

কুষ্টিয়ায় আকিজ বিড়ি কারখানায় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ,

গুলিবিদ্ধসহ আহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে আকিজ বিড়ি কারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৫ জন।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার হোসেনাবাদে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কারখানায় প্রবেশের সময় পার হওয়ার পর অনেক শ্রমিক ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় কারখানার নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দিলে উভয়পক্ষে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কারখানার ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে শ্রমিকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রথমে শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে। পরে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এ ঘটনায় এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের নাম শিপুল ইসলাম। তিনিসহ আহত ৫ শ্রমিক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন।

এ রিপোর্ট লেখার সময় দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কারখানার সব শ্রমিক কাজ বন্ধ করে হোসেনাবাদ বাজারে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। তাদের সঙ্গে উপজেলার ফিলিপনগর কারখানার শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা ম্যানেজার আমিনুল ইসলামের নির্দেশে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। তারা অবিলম্বে ম্যানেজারের অপসারণ দাবি করেন।

এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

দৌলতপুর থানার ওসি (তদন্ত) শাহাদত হোসেন যুগান্তরকে জানান, পুলিশ আত্মরক্ষার্থে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সড়ক অবরোধকারী শ্রমিকদের

সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।